হোমিওপ্যাথিতে

পঞ্চাশ সহস্রতমিক ঔষধ প্রস্তুত-প্রয়োগ ও মাত্রাতত্ত্ব

[Preparation, Application & posology of 50 millesimal potency]

ডা. আহাম্মদ হোসেন ফারুকী

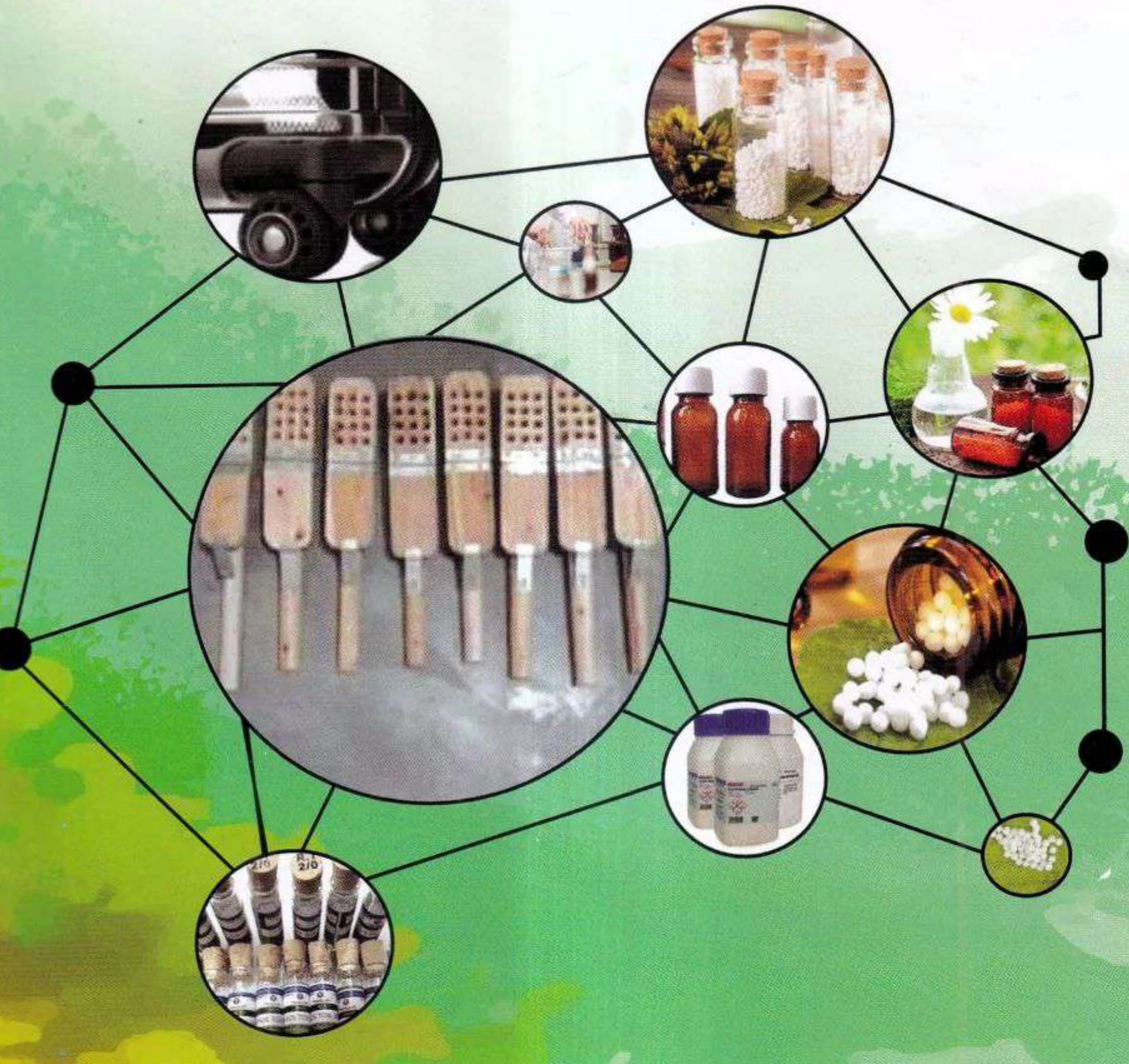

সূচিপত্র

ক. পঞ্চাশ সহস্রতমিক ওষুধ ও মাত্রাতত্ত্ব

১. পঞ্চাশ সহস্রতমিক পদ্ধতি নিয়ে কিছু কথা –১৩
২. পঞ্চাশ সহস্রতমিক পদ্ধতি নিয়ে আরও কিছু বলা –১৪
৩. মাত্রাতত্ত্ব –১৫
৪. হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শক্তি ও মাত্রাতত্ত্ব –১৭
৫. ৫০ সহস্রতমিকের সুবিধা –২১
৬. ৫০ সহস্রতমিক পদ্ধতির ওষুধের প্রচলন এত কম –২৩
৭. ওষুধের মেয়াদ থাকে –২৬
৮. ওষুধে কাজ করে কত দিন –২৭

খ. পঞ্চাশ সহস্রতমিকের প্রস্তুত ও ব্যবহার

১. পঞ্চাশ সহস্রতমিকের শক্তিচিহ্ন –২৮
২. পঞ্চাশ সহস্রতমিক পদ্ধতির ওষুধ তৈরি –২৮
৩. পরবর্তী শক্তি বা কাঙ্ক্ষিত শক্তি তৈরি করার নিয়ম –২৯
৪. শিশি/বোতল বিশুদ্ধ করণ –৩০
৫. শক্তি নির্ণয় –৩০
৬. যে শক্তি দিয়ে শুরু করতে হবে –৩০
৭. তৈরি করা ওষুধ যতদিন ব্যবহার করা যায় –৩১
৮. ডিসটিলড ওয়াটার/ বিশুদ্ধ পানি –৩১
৯. ওষুধ সংরক্ষণ – ৩২
১০. কাপিং বা গ্লাসিং –৩২
১১. ওষুধ রোগীকে খাওয়ানোর উপযোগী করে প্রস্তুত করা –৩২
১২. রোগীর ওষুধ সেবন পদ্ধতি –৩৩
১৩. রোগী ওষুধ মুখে খেতে না পারলে –৩৩
১৪. ওষুধের ডোজ ও মাত্রা –৩৪
১৫. যে সময় পর পর ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে –৩৪
১৬. ওষুধ চলবে যতদিন –৩৫
১৭. ওষুধ পরিবর্তন হলে যে শক্তি দিয়ে শুরু হবে –৩৬
১৮. যখন ওষুধ বন্ধ রাখতে হয় –৩৬
১৯. ৫০ সহস্রতমিক ওষুধ সেবনে বৃদ্ধি হলে –৩৬
২০. শিশির সাইজ –৩৭

গ. ওষুধের প্রয়োগ ও মাত্রা বিষয়ে আরও কিছু কথা

১. অপরিবর্তিত মাত্রা –৩৮
২. রোগী ওষুধ বন্ধ রাখলে যা করণীয় –৩৯
৩. ওষুধ দিয়েছি রোগী আরোগ্য হয় নাই –৪০
৪. শালীকাকে বিয়ে! –৪১
৫. তিন সতিনের ঘর –৪২
৬. ১ ঘন্টা! (ওষুধ খাবার খাওয়ার আগে, না পরে খাবে) –৪৪
৭. সমস্যার শেষ নাই! (ওষুধ প্রয়োগ) –৪৬
৮. কমিউনিটি সেন্টার (চিকিৎসাকালীন নতুন লক্ষণ!) –৪৮
৯. যাত্রা বিরতিতে ফ্রী খাবার কেন? –৫০
১০. ওষুধ অনুযায়ী রোগী নয়, রোগী অনুযায়ী ওষুধ –৫০
১১. রিকসার জ্যাম –৫১
১২. রোগীকে সদৃশ ওষুধ দেয়ার পরেও কাজ না করার কারণ –৫২
১৩. কোন ওষুধে কোন খাদ্য নিষেধ –৫৩
১৪. আরোগ্যের পথে বাঁধা –৫৪
১৫. Speed breaker –৫৬
১৬. এন্টিডোট –৫৪
১৭. ওষুধে কাজ করে না –৫৮
১৮. সন্তানকে কখন টিউবারকুলার ওষুধ দিবেন? –৬০
১৯. বিনা নেটে পোস্ট –৬১
২০. পুরাতন শিশির হিসাব চাই –৬২
২১. ওষুধ প্রস্তুত করণ –৬৩
২২. সঠিক ওষুধের শিশি –৬৩
২৩. ওষুধের পরিমান –৬৪

ক. পঞ্চাশ সহস্রতমিক ওষুধ ও মাত্রাতত্ত্ব

পাঠ-১

পঞ্চাশ সহস্রতমিক পদ্ধতি নিয়ে কিছু কথা

পঞ্চাশ সহস্রতমিক পদ্ধতি নিয়ে কথা বলতে হলে প্রথমে একটি গল্প দিয়েই শুরু করি, জুতা আবিষ্কৃত হবার পূর্বে মানুষ খালি পায়ে হাটতেন। সেই সময় প্রায় রাতে বাড়ির দাদীমা সুঁই নিয়ে বসে যেতেন কেন জানেন? কি করে জানবেন বলিনি তো এখনও।

খালি পায়ে হাঁটার কারণে পায়ে কাটা ফুটতো, তা বের করার জন্য।

দাদীমা পায়ের কাটা বের করতেন তা দেখে চাচীমা খুব মজা পেতেন। দাদীমা মরে গেল, দাদীমার কাজটি চাচীমা করছেন। অনেক দিন পর এবার জুতা আবিষ্কৃত হলো। সবাই জুতা পায়ে দিয়ে চলে। এবার আর কারও পায়ে কাটা ফুটে না, চাচীমা সুঁই নিয়ে অপেক্ষা করে না কারও পায়ে কাটা ফুটলে বের করার জন্য।

চাচীমা সুঁই নিয়ে অপেক্ষা করে কারও পায়ে কাঁটা ফুটলে বের করার জন্য এটার এখন আর প্রয়োজন আছে কি?

আমি বলি চাচীমার এই অপেক্ষা করা তার নিছক পাগলামী ছাড়া আর কিছু নয়। ঠিক তেমনি হোমিওপ্যাথি আবিষ্কারের ২০০বছর পর এখনও যদি ভাবতে হয় কোন পদ্ধতিতে শক্তিকৃত ওষুধ ব্যবহার করবো, কোন পদ্ধতির ওষুধ দ্রুত কাজ করে, কোন পদ্ধতির ওষুধ নিরাপদ এটাও নিছক পাগলামি ছাড়া আর কি হতে পারে?

হোমিওপ্যাথিতে পঞ্চাশ সহস্রতমিক পদ্ধতিতে শক্তিকৃত ওষুধকে এখনও নতুন শক্তি বলা হয়, এটা পুরাতন হবে কবে?

আমি নবীন চিকিৎসকদের বলবো আপনারা কারও কোনো কথায় কান না দিয়ে নিশ্চিন্তে ৫০ সহস্রতমিক পদ্ধতিতে শক্তিকৃত ওষুধ ব্যবহার করুন। এই ব্যাপারে কোনও সহযোগিতার প্রয়োজন হলে জানাবেন, আমি সব সময় প্রস্তুত।

নবীন চিকিৎসকদের আমার গত ৩৩বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি- আপনারা অন্য পদ্ধতিতে শক্তিকৃত ওষুধের চেয়ে ৫০ সহস্রতমিক পদ্ধতিতে রোগীদের চিকিৎসা করে ভালো ফলাফল পাবেন।

পাঠ- ২

পঞ্চাশ সহস্রতমিক পদ্ধতি নিয়ে আরও কিছু বলা

কয়েকদিন পূর্বে একজন সিনিয়র চিকিৎসক ফোন করে বললেন উনাকে একসেট ৫০ সহস্রতমিক ওষুধ সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য।

উনাকে ওষুধ সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছিলাম এরই মধ্যে হঠাৎ ফোন করে বলেন ফারুকী ভাই এখন নয় পরে জানালে ব্যবস্থা করিবেন।

জানতে চাইলাম স্যার এখন নয় কেন? তিনি বলেন, বর্তমানে চেম্বারে ৫০ সহস্রতমিক ওষুধ রাখায় সমস্যা হতে পারে। ওনাকে আবার বললাম কেন? তিনি বলেন, ওষুধের প্যাকেটে বা শিশির গায়ে প্রস্তুতের তারিখ ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ থাকতে হবে। তা না হলে চেম্বারে কোন ওষুধ রাখা যাবে না।

এবার একটি ঘটনা শোনেন, নিজের জীবন থেকেই বলছি-

১৯৯৫ সালে বুকের ব্যথায় অনেক দিন ভুগছিলাম। যতই ওষুধ খাচ্ছিলাম কোনটিতেই তেমন কোনো ফলাফল ও পাচ্ছিলাম না। সবশেষ বুক ব্যথার জন্য নিজেই Pulsatilla ওষুধটি নির্বাচন করলাম। তখন কখনও দশমিক, কখনো শততমিক, আবার কখনও ৫০ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ ব্যবহার করতাম। ওষুধ বাছাইয়ের পর রেকের মধ্যে Pulsatilla ওষুধটির শিশি পেলাম তাতে কোনো ওষুধ নেই। মনটা খারাপ হয়ে গেল। সেদিন ছিল শুক্রবার তাড়াহুড়ো করে সে খালি শিশিতে পানি ঢুকিয়ে কয়েকটি ঝাঁকি দিয়ে সেখান থেকে এক ফোঁটা ওষুধ এক বোতল পানিতে দিয়ে সেখান থেকে এক কর্ক ওষুধ খেয়ে নামাজে গেলাম। সে দিন থেকে আজ পর্যন্ত সে ব্যথাটি আর দেখা দেয়নি।

এখন আপনারাই বলুল, এই ঘটনার কোনো প্রমাণ আমার কাছে নেই কি করে এটা জাতিকে বুঝাবো।

পৃথিবীতে যত দামী বস্তু সংরক্ষণ করা হয় দীর্ঘ দিনের জন্য সব হয় R. S এর মাধ্যমে। তাহলে আপনারাই বলুল যে অন্যের পচন রোধ করে তার মেয়াদকাল কি হতে পারে।

তাহলে এবার বলতেই পারি হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মেয়াদকাল সে পর্যন্ত যতদিন ওষুধটি সংরক্ষণে রাখা যায়। ততদিন হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মেয়াদকাল।

মোটকথা : হোমিওপ্যাথিতে যা ব্যবহার করতে হ্যানিম্যান নিষেধ করেছেন। বর্তমানের চেম্বারে তা রাখা বৈধ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যে ওষুধটিকে হ্যানিম্যান ব্যবহার করতে বলেছেন তা চেম্বারে রাখা অবৈধ।

পাঠ- ৩

মাত্রাতত্ত্ব

যে সকল সিনিয়র চিকিৎসক বা যাদের কথা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা জগতে গুরুত্ব বহন করে, আপনারা নতুন ডাক্তারদের প্যাটেন্ট, মাদার টিংচার, বায়োকেমিক ব্যবহার বন্ধ করার জন্য জোরালো বক্তৃতা দিচ্ছেন, যারা বক্তৃতা দিচ্ছেন তাদেরকে বলছি, গত ২০০ বছরে এইরূপ অনেক বক্তৃতা অতীতের বড় বড় ডাক্তারগণ দিয়ে গেছেন, তাতে কোনো লাভ হয়েছে কি? এই বক্তৃতা দিয়ে বা জোর করে এইসব ওষুধ বন্ধ করে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার কি লাভ হবে? বরং এইগুলো চালু থাকলে কিছু সংখ্যক হোমিওপ্যাথি ডাক্তার খেয়ে বেঁচে জীবন-যাপন করতে পারছে।

মনে করেন রাস্তার পাশে ডাস্টবিন থেকে এক ক্ষুধার্ত ক্ষুধার যন্ত্রণায় পাগলের মত ময়লার উপর পরে থাকা অন্যদের ফেলে আসা উচ্ছিষ্ট খাবার খাচ্ছে, আর আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে গালাগাল দিচ্ছেন এবং স্বাস্থ্য সম্মত খাবারের উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু তাকে কোনো খাবার দিচ্ছেন না, সে সময় আপনার ব্যাগে ভালভাল খাবার ছিল। বলেনতো এই উপদেশের কোনো স্বার্থকতা আছে কি?

যে চিকিৎসক প্যাটেন্ট, মাদার টিংচার, বায়োকেমিক ইত্যাদি ব্যবহার করেন শুধুমাত্র রোগীর সদৃশতম শক্তিকৃত ওষুধটি নির্বাচন করতে না পারার কারণে। যিনি এই কাজটি করছেন তিনি নিজেও বুঝেন এই কাজটি সঠিক নয়। তারপর আপনি বা আমরা তাকে বারবার এই কাজটি ঠিক নয়-বলে লাভটা কি?

রাস্তার পাশে ক্ষুধার্ত ডাস্টবিন থেকে যে উচ্ছিষ্ট খাবার খাচ্ছে, তাকে টেনে এনে নিজের ভাল খাবার থেকে কিছু ভাল খাবার দিয়ে, তার স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য একটি কাজের ব্যবস্থা করে দিলে, সে কি আর কোনো সময় ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট খাবার খুঁজবে?

একটি ঘটনা বলছি, ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাস,। ওষুধ কোম্পানির হিসাব নিকাশের সময়। ওষুধ কোম্পানি ডাক্তারদের বলে, আপনারা বকেয়া পরিশোধ করে যার যত টাকার (লক্ষ) ওষুধের দরকার তত টাকার ওষুধ/ প্যাটেন্ট সংগ্রহ করতে পারেন। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে পরিশোধ করলেই চলবে। একটি প্রবাদ আছে- বাকি মাল চলে বেশি। নগদে আপনি যে মাল সংগ্রহ করবেন বাকি পেলে তার তিনগুণ সংগ্রহ করবেন। এটাই স্বাভাবিক।

ক্ষেত্রে এমন কিছু কাজ করতে থাকলে তা প্রচার-প্রচারণা না করাই ভালো। এসব প্রচারের মাধ্যমে নবীন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের বিপথগামী করবে। তাই নয় কি?

সর্বোপরি, যে চিকিৎসক যে অবস্থায় আছেন আপনি যদি মনে করেন আপনার পাশের এক ভাই আপনার চেয়ে হোমিওপ্যাথি কম জানেন তাহলে তাকে সাধ্য অনুযায়ী জানানোর চেষ্টা করেন। এতে হোমিওপ্যাথিরই মঙ্গল হবে।

পাঠ-৪

হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শক্তি ও মাত্রাতত্ত্ব

যে সকল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ দশমিক ও শততমিক ওষুধ ব্যবহারের পক্ষে কথা বলেন সে সকল চিকিৎসকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, আপনারা জেগে জেগে ঘুমানোর ভান করেন কেন? নতুন ডাক্তারদেরকে বিভ্রান্তিতে রেখে। আপনারা হোমিওপ্যাথির মূলকথা সবই জানেন, তাহলে নতুনদেরকে কেন সব কথা খোলাখুলি বলছেন না। যাদের হোমিওপ্যাথিতে গ্রহণযোগ্যতা আছে তাদের এ ব্যাপারে কথা বলা উচিৎ।

বর্তমান সময়কাল বাংলাদেশে হোমিওপ্যাথির সকল চাওয়া পাওয়া পূরণের উপযুক্ত সময়। এই সময় আমাদের যা প্রয়োজন তা সরকারের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়ার উপযুক্ত সময়। পূর্বে সমাধান হয়ে আছে এমন বিষয় নিয়ে এখন আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না।

হোমিওপ্যাথির মূলনীতি অনুযায়ী যেসব চিকিৎসক চিকিৎসাকার্য পরিচালনা করেন না, তাদের মহাত্মা হ্যানিম্যান অভিশাপ দিয়েছেন।

বিগত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক মহামতি ডা. কেন্ট বলেন, "যে মুহূর্তে তুমি সততা বিসর্জন দিয়া মনে করবে মানুষ আপন ইচ্ছামতো কাজ করতে পারে, সেই মুহূর্তেই নীতি-সংশ্লিষ্ট সমুদয়ই তুমি হারাইলে এবং সাফল্যের ভিত্তি হতে তোমার অধঃপতন হইল'।"

হোমিওপ্যাথির নিয়ম অনুযায়ী রোগীর জন্য নির্বাচিত ওষুধ হতে হবে অত্যন্ত সূক্ষ্ম। কারণ, আমাদের জীবনীশক্তি অতীন্দ্রিয় অশরীরী শক্তি, তাকে প্রাণক্রিয়া নামে অভিহিত করা হয়েছে। যা দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, আকারহীন অথচ তার অস্তিত্ব বিরাজমান। এই শক্তিস্তরে কোনো বস্তু বা জড় পদার্থ পৌঁছানো সম্ভব নয়, যতক্ষণ না ওষুধ বস্তুকে হোমিওপ্যাথিক নিয়ম অনুযায়ী শক্তিকরণ করা হয় সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর স্তর পর্যন্ত। হোমিওপ্যাথিক শক্তিকৃত

ওষুধের মধ্যে ওষুধ বস্তুগত কোনো অবস্থা বিরাজমান থাকে না। ওষুধ শক্তিকরণের মাধ্যমে জড়ত্বমুক্ত হয়। আর এই জড়ত্বমুক্ত ওষুধ দ্বারা আদর্শ আরোগ্য করা হয়।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনটি পদ্ধতিতে ওষুধ শক্তিকরণ করা হয়। যথা-

১. দশমিক পদ্ধতি

২. শততমিক পদ্ধতি

৩. ৫০সহস্রতমিক পদ্ধতি

পৃথিবীতে যত চিকিৎসা পদ্ধতি চালু রয়েছে তার মধ্যে সর্বদিক বিবেচনায় হোমিওপ্যাথি ২য় অবস্থানে।

পৃথিবীতে যত চিকিৎসা পদ্ধতি চালু রয়েছে তার কোনটিরই আবিষ্কারক সংবিধান পর্যন্ত করে যেতে পারেন নি। একমাত্র আবিষ্কারক মহাত্মা হ্যানিম্যান, যিনি চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করে সংবিধান পর্যন্ত তৈরি করে গেছেন। তাতে লাভ কি হলো! যেটুকু করে গেছেন সেখানেই থেমে আছে, মহাত্মা হ্যানিম্যানের রেখে যাওয়া হোমিওপ্যাথি।

মনের কষ্টে বারবার একটি কথা বলি- সকল প্যাথি যাচ্ছে তাদের মতে, উন্নতির দিকে আর আমরা যাচ্ছি পিছনের দিকে।

আমার এই কথার প্রমাণ যদি পাইতে বা দেখতে চান তাহলে বিভিন্ন হোমিওপ্যাথিক চেম্বারের দিকে তাকালেই বুঝে যাবেন আমি কেন এই কথা বলছি। আপনি কোনো হোমিওপ্যাথিক চেম্বারের সাইনবোর্ডটি যদি সরিয়ে ফেলেন, বুঝতেই পারবেন না এটা কিসের ফার্মেসী, হারবাল না ইউনানী, না এলোপ্যাথি। ডাক্তারের কাছে জানতে হবে ভাই এটি কিসের ফার্মেসী? কারণ চেম্বারের তাক-এ শুধুই সিরাপের বোতল যেটি হোমিওপ্যাথির সাথে কোনই মিল নাই।

মহাত্মা হ্যানিম্যান সিরাপ ছেড়ে সদৃশবিধান চালু করলেন, আর আমরা হোমিওপ্যাথির সাইনবোর্ড দিয়ে হ্যানিম্যানের ছেড়ে আসা সেই বিষাক্ত সিরাপ বিক্রি করছি।

আজ পর্যন্ত হ্যানিম্যান বেঁচে থাকলে ওষুধের শক্তিকরণ পদ্ধতি তিন ধাপ থেকে ত্রিশধাপে সামনের দিকে উন্নীত হতো।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলনীতি রোগীকে একটি মাত্র ওষুধ শক্তিকৃত ও সূক্ষ্মমাত্রায় প্রয়োগ করা। এই শক্তিকৃত ও সূক্ষ্মমাত্রা যতবেশি সামনের দিকে যাবে হোমিওপ্যাথির স্বাদ তত বেশি জনগণ ও চিকিৎসকরা ভোগ করবে।

ওষুধের মধ্যে ওষুধ বস্তুগত কোনো অবস্থা বিরাজমান থাকে না। ওষুধ শক্তিকরণের মাধ্যমে জড়ত্বমুক্ত হয়। আর এই জড়ত্বমুক্ত ওষুধ দ্বারা আদর্শ আরোগ্য করা হয়।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনটি পদ্ধতিতে ওষুধ শক্তিকরণ করা হয়। যথা-

১. দশমিক পদ্ধতি
২. শততমিক পদ্ধতি
৩. ৫০সহস্রতমিক পদ্ধতি

পৃথিবীতে যত চিকিৎসা পদ্ধতি চালু রয়েছে তার মধ্যে সর্বদিক বিবেচনায় হোমিওপ্যাথি ২য় অবস্থানে।

পৃথিবীতে যত চিকিৎসা পদ্ধতি চালু রয়েছে তার কোনটিরই আবিষ্কারক সংবিধান পর্যন্ত করে যেতে পারেন নি। একমাত্র আবিষ্কারক মহাত্মা হ্যানিম্যান, যিনি চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করে সংবিধান পর্যন্ত তৈরি করে গেছেন। তাতে লাভ কি হলো! যেটুকু করে গেছেন সেখানেই থেমে আছে, মহাত্মা হ্যানিম্যানের রেখে যাওয়া হোমিওপ্যাথি।

মনের কষ্টে বারবার একটি কথা বলি- সকল প্যাথি যাচ্ছে তাদের মতে, উন্নতির দিকে আর আমরা যাচ্ছি পিছনের দিকে।

আমার এই কথার প্রমাণ যদি পাইতে বা দেখতে চান তাহলে বিভিন্ন হোমিওপ্যাথিক চেম্বারের দিকে তাকালেই বুঝে যাবেন আমি কেন এই কথা বলছি। আপনি কোনো হোমিওপ্যাথিক চেম্বারের সাইনবোর্ডটি যদি সরিয়ে ফেলেন, বুঝতেই পারবেন না এটা কিসের ফার্মেসী, হারবাল না ইউনানী, না এলোপ্যাথি। ডাক্তারের কাছে জানতে হবে ভাই এটি কিসের ফার্মেসী? কারণ চেম্বারের তাক-এ শুধুই সিরাপের বোতল যেটি হোমিওপ্যাথির সাথে কোনই মিল নাই।

মহাত্মা হ্যানিম্যান সিরাপ ছেড়ে সদৃশবিধান চালু করলেন, আর আমরা হোমিওপ্যাথির সাইনবোর্ড দিয়ে হ্যানিম্যানের ছেড়ে আসা সেই বিষাক্ত সিরাপ বিক্রি করছি।

আজ পর্যন্ত হ্যানিম্যান বেঁচে থাকলে ওষুধের শক্তিকরণ পদ্ধতি তিন ধাপ থেকে ত্রিশধাপে সামনের দিকে উন্নীত হতো।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলনীতি রোগীকে একটি মাত্র ওষুধ শক্তিকৃত ও সূক্ষ্মমাত্রায় প্রয়োগ করা। এই শক্তিকৃত ও সূক্ষ্মমাত্রা যতবেশি সামনের দিকে যাবে হোমিওপ্যাথির স্বাদ তত বেশি জনগণ ও চিকিৎসকরা ভোগ করবে।

১৩. কিছু ওষুধ নোসড নয় তবু তীব্র ক্রিয়া প্রকাশ করে যেমন ফসফরাস, সাইলিসিয়া তীব্র ও দীর্ঘ ক্রিয়া প্রকাশক। এ ধরনের ওষুধগুলো ব্রঙ্কাইটিস, টিউবারকিউলোসি এর মত তীব্র পীড়াদায়ক রোগে ব্যবহার করলে রোগীর শরীরে তীব্র ক্রিয়া প্রকাশ পায়; রোগীর রোগ কষ্ট বেড়ে যায়। তাই শুধু রেপার্টরি নির্ভর না করে মেটেরিয়া মেডিকা অনুসরণ করে ওষুধের মেরিট অনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র করা উচিত।

যে সকল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক এত কষ্ট করে চিকিৎসকদের এত সুন্দর পরামর্শ দিচ্ছেন, সহজ করে একথা বললেইতো পারেন যে একে বারেই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মূক্ত ৫০সহস্রতমিক পদ্ধতির ওষুধ ব্যবহার করেন। তাহলে আপনাদের এত কষ্টকরে পুরাতন ভাঙ্গা গাড়ি চালানোর নিয়ম কানুন বারবার বাতলাতে হতো না।

শোনেন ডাক্তার ভাইরা, একটা গল্প বলি- কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে এক ভিক্ষুক ভিক্ষা করছে, যে সব যাত্রী ট্রেনের অপেক্ষায় আছেন তাদের কাছে একই ভিক্ষুক একাধিক বার আসছে, তখন পাশ থেকে একজন বলে উঠলেন এই যে ভিক্ষুক তুমি কিছুক্ষণ আগেই ভিক্ষা নিয়ে গেলে আবার এসেছ কেন? ভিক্ষুক জবাব দিচ্ছে ভাইসব আপনাদের এই এক দোষ সব সময় অতীত নিয়ে পরে থাকেন, এই জন্য আমাদের দেশে কোনো উন্নতি হয় না।

যে সকল চিকিৎসক দশমিক ও শততমিক পদ্ধতির ওষুধ ব্যবহার করেন তাতে আমাদের কিছুই আসে যায় না। কিন্তু পিছনে রেখে আসা পদ্ধতি ব্যবহারের অন্যদের উৎসাহিত করবেন না।

আমার কাছে আসেন এমন ডাক্তাররা কখনো প্রশ্ন করেন না যে কোনো পদ্ধতির ওষুধ ব্যবহার করবে? কারণ যে সব চিকিৎসক আমার কাছে যাতায়াত করেন সকলে ৫০সহস্রতমিক ওষুধ ব্যবহার করেন। বিভিন্ন সময় ফোন করে জানতে চান কোন পদ্ধতির ওষুধ ব্যবহার করবে। তখন যদি বলি ৫০সহস্রতমিক পদ্ধতির ওষুধ ব্যবহার করেন। তখন প্রতি উত্তরে বলেন, সম্পূর্ণ সদৃশ না হলে নাকি ৫০সহস্রতমিক পদ্ধতির ওষুধ কাজ করে না? ঠিক সেই মুহূর্তে ভাবতে থাকি এখন কি দশমিক ও শততমিক ব্যবহারের সমস্যার কথা বলবো না ৫০সহস্রতমিক পদ্ধতির ওষুধ ব্যবহারের সুবিধার কথা বলবো।

যে সব লোক উল্টো দিকে চলে তাদের এই চলার পক্ষে কিছু যুক্তি তৈরি করা থাকে। আর যে সব চিকিৎসক দশমিক ও শততমিক পদ্ধতির ওষুধ ব্যবহার করেন তাদের কিছু হতাশার কথা আছে যার দিকে আমরা কেউ কর্ণপাত ও করি না। তাদের একটাই কথা এত রোগ এত ওষুধ কি করে পার্থক্য করি তাই কোনো রকম সদৃশ হলেই ওষুধ একটি দিয়ে দেই।